সংবাদ

তারিখ ... 24 JAN 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ .....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : যেমন কর্ম তেমন ফল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণনিয়োগ পাওয়া জামায়াত-বিএনপি সমর্থিত ৫৪৪ কর্মচারী চাকরি নিয়মিতকরণের দাবিতে তাণ্ডব চালিয়েছে। তারা শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, প্রক্টর এবং সাধারণ শিক্ষকদের মারধর করেছে। শিক্ষক-কর্মচারী এবং পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। কর্মচারীদের হামলায় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ অর্ধশতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিতর্কিত কর্মচারীদের হামলার পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিনকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এগ্রোনমি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগের প্রভাষকদের সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য সাক্ষাৎকারের সময় গণহারে নিয়োগ পাওয়া ৫৪৪ কর্মচারীর পক্ষ থেকে উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের অফিসে হামলা চালানো হয়। অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া জামায়াত-বিএনপির কর্মীদের দাবি ছিল তাদের চাকরি স্থায়ী না করে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া যাবে না। চাকরি স্থায়ীকরণ করা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়ার হুমকি দেয় তারা। তারা ভিসি, প্রো-ভিসির অফিসে হামলা করে ফাইলপত্র ছুড়ে মারে, নষ্ট করে মূল্যবান জিনিসপত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখাতেও তারা হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্য ড. আলতাফ হোসেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি।

জোট সরকারের মনোনীত প্রশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ২০০৪ সালে ১৭ থেকে ২৩ এপ্রিলের মধ্যে ২৫৫টি শূন্য পদের বিপরীতে ৫৪৪ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়। এ নিয়োগের বিপরীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেনের অভিযোগও রয়েছে। রাজশাহীর স্থানীয় জামায়াত-বিএনপির নেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজনেরও এই লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। পদ না থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ৫৪৪ জন কর্মচারীকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া জামায়াত-বিএনপির সাবেক ও বর্তমান কর্মীরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে চলেছে। এরই মধ্যে আদালত ৫৪৪ কর্মচারীর নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন। আদালতের রায়ের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হাইকোর্টে আপিল করেছে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন। ৫৪৪ জন কর্মচারী নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়েরকারী এডভোকেট আবু আসলামকে ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীরা দেখে নেয়ারও হুমকি দিয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ তাণ্ডবের জন্য জোট সরকারের সমর্থক কর্মচারীরাই আপাতদৃষ্টিতে দায়ী। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি 'নরমনীতি' অনুসরণ করছে। এ হামলার দায়দায়িত্ব জোট সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনভাবেই এড়াতে পারে না। অনিয়ম আর দুর্নীতির নিকৃষ্ট উদাহরণ হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ গণনিয়োগ। এর ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। দলীয় স্বার্থে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত অচল করেছে জোট সরকার। তবে শেষ বিচারে ক্ষতিটা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে